দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 SEP 1992

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

৩৫

ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রোববার একটি ছাত্রসংগঠনের দুই বিরোধী পক্ষের সশস্ত্র কর্মীদের মধ্যে প্রায় একঘন্টা ধরে বন্দুকযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হন। এই সংঘর্ষ সরকারী দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল বলে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে।

গোলাগুলির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষা দেরীতে শুরু করতে হয়েছে। পরীক্ষার হলে টিয়ারগ্যাস খেয়ে অনেককে লালচোখ নিয়ে বাসায় ফিরতে হয়েছে।

ইউএনবি'র সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী যখন বলছিলেন যে, তাঁর সরকার সন্ত্রাস দমনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, ঠিক সেদিনই ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় মানুষ হতবাক।

ঘটনাটি নিছক আকস্মিক ছিল না। এর আগের দিন ঢাকার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একজন ছাত্রদল নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের জের ধরে আরও সংঘর্ষ ও মৃত্যুর আশংকা অমূলক ছিল না।

ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন রাখার উদ্দেশ্য কি, সে প্রশ্ন আগেও উঠেছে, রোববারের ঘটনায় আরও জোরেশোরে উঠেছে। একঘন্টা স্থায়ী ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে কমপক্ষে ২শ' রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়, পুলিশ তখন নীরব দর্শক। মাঝখানে পুলিশ ৬/৭ রাউন্ড শটগানের গুলি ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে দায় ছাড়া গোছের কর্তব্য পালন করেছে মাত্র। এক পর্যায়ে পুলিশ নাকি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক যুদ্ধ দেখে। যুদ্ধ শেষে পুলিশ দু'টি হলে রুটিন বাঁধা তল্লাশি চালিয়ে কোন কিছু উদ্ধার করতে পারে নি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জরুরী সভায় ক্যাম্পাসে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের প্রশ্নেও আজ 'আন্তরিকতা' কামনা করতে হয়, পরিস্থিতি এতই নাজুক। আন্তরিক সহযোগিতা দানে বাঁধা কোথায়, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তা জানাবেন কি?

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সার্বিক বিবেচনায় যথার্থভাবেই বলেছেন, বিগত স্বৈরশাসনের-সময় ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য সন্ত্রাসে মদদ দেয়া হয়, এই সন্ত্রাস তাদেরই সৃষ্টি। তা' সত্ত্বেও প্রশ্ন ওঠে, রোববার ক্যাম্পাসে যারা বন্দুকযুদ্ধ করল, ওরা কারা? এই পরিস্থিতি শাসক দলের জন্য যত তিক্ত ও জটিলই হোক না কেন, তার প্রতি চোখবুজে থাকা যায় না।

সরকার অনেকবার বলেছেন, সন্ত্রাস এবং অপরাধের সাথে জড়িত সকলকে দলমত নির্বিশেষে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম নজির স্থাপন করা হয়েছে কয়টি, প্রশ্ন সেখানেই।

দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় গোলাবারুদে ঠাসা সে কথা কে না জানে। সেসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয় না। যার ফলে কয়েকদিন পর পর সংঘর্ষ বাঁধে, অনেক নিরীহ ছাত্র প্রাণ হারায়। পড়াশোনার ক্ষয়ক্ষতির তো হিসেবনিকেশ নেই। এই আত্মঘাতী সন্ত্রাসে সরকারী দল বা বিরোধী দল সবাই সিদ্ধহস্ত। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন করতে হলে দলের মায়া ছাড়তে হবে সেটা কি সরকারীদল, কি বিরোধীদল সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। অন্যথায় শুধু মৌখিক সদিচ্ছায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না।